গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, ভারপ্রাপ্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২৫ এপ্রিল ২০১৮ ও বেলা ১১.০০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন এবং বলেন এসব প্রতিশ্রুতির সাথে অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এগুলি বাস্তবায়নে দ্রুততম সময়ে কার্যক্রম সম্পাদন করা বাঞ্চনীয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) জনাব অরুন কুমার মালাকার প্রথমে বিগত ২১ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় অগ্রগতির বিবরণ অন্তর্ভুক্তির সংশোধনীসহ কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়।

৩। সভায় কর্মকর্তাগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

প্রতিশ্রুতিঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ক) জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৮ ইং পর্যন্ত মেয়াদী সিরাজগঞ্জ ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্পের অবকাঠামোগত নির্মাণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হবে। খ) সমাপ্তির পর কলেজের কার্যক্রম পরিচালনা এবং জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য Exit plan এর প্রস্তাব অধিদপ্তরে দাখিল করা হয়েছে। এ প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।	ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে হবে। খ) প্রকল্প পরবর্তী কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-৪), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, (ক) মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে আগামী ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে আগষ্ট, ২০১৮ এর মধ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (খ) মৎস্যখাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন" প্রকল্প এর মাধ্যমে বেলকুচি, সিরাজগঞ্জে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি ডিপ্লোমা কোর্স উত্তীর্ণদের চাকুরির বিষয়টি নিয়োগ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	ক) ২০১৮-২০১৯ বর্ষে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। খ) প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যেতে পারে। গ) ডিপ্লোমা কোর্সে উত্তীর্ণদের চাকরির বিষয়টি নিয়োগ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) দেশ ব্যাপী জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ২০ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে। ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার আইডি কার্ড প্রস্তুত করে বিতরণ করা হয়েছে। (খ) জেলেদের নিবন্ধন কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। জেলেদের নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নতুন অর্থনৈতিক কোডে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ২ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। তাছাড়া জেলেদের নিবন্ধন হালনাগাদকরণের জন্য একটি খসড়া নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে।	ক) অবশিষ্ট আইডি কার্ড প্রস্তুতপূর্বক বিতরণ করতে হবে। খ) জেলে নিবন্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় এটি হালনাগাদ করতে হবে। গ) খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করতে হবে। ঘ) প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যেতে পারে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৪	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগির হ্যাচারি স্থাপন।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প এর আওতায় অবকাঠামোগত নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। নির্ধারিত সময়ের (জুন/২০১৮ খ্রিঃ) মধ্যে সমাপ্ত হবে। খ) সমাপ্তির পর প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৪ টি হ্যাচারী ও ১ টি রিয়ারিং ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য Exit plan প্রণয়ন করে অধিদপ্তরে দাখিল করা হয়েছে। বর্তমানে প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।	ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। খ) প্রকল্প পরবর্তী খামারের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-৪), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, চাঁদপুরস্থ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটটি বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ইন্সটিটিউট থেকে ১২১ জন শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে ৪টি ব্যাচে মোট ১১৩জন শিক্ষার্থী শিক্ষারত রয়েছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করা এবং যথাসময়ে কোর্স সমাপ্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ক) শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে এবং যথাসময়ে কোর্স সমাপ্ত করতে হবে। খ) প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যেতে পারে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাটকাসমৃদ্ধ ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৭৪টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৯ হাজার ৭৮৭.৮৪ মে.টন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং চাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময় ছাড়াও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২২ দিনের জন্য পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৬২ টি পরিবারকে মোট ৭ হাজার ৬৮৯.২৪ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য সহায়তা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থায় পত্র দেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) চলমান কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে। খ) নতুন এলাকার জেলের তালিকা তৈরী করে সামাজিক নিরাপত্তার সহায়তা প্রদান করতে হবে। গ) খাদ্য সহায়তা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থায় পত্র প্রেরণ করতে হবে। ঘ) প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

নির্দেশনাসমূহঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারে	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক. রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সৌদি আরবের সাথে MOU সম্পাদনের বিষয়টি ফলোআপ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ হতে মধ্যপ্রাচ্যে এবং সৌদি আরবে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিবরণ: ক্র. নং / মাস/ বছর / মধ্যপ্রাচ্য (মে.টন) / সৌদিআরব (মে.টন) ১. / মার্চ, ২০১৮ / ২৫৫.৭৩৫ / ৭১.০১ ২. / জুলাই,২০১৭ হতে মার্চ, ২০১৮ / ২,৫৯২.১০৬ / ১৩১৫.১১৭ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, পাবনা জেলার সাথিয়া, বেড়া এবং সুজানগর উপজেলার এবং যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার ১৩৩ টি গ্রামে ক্ষুরা রোগ মুক্ত জোন সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ২২ হাজার ৬১৫ টি গবাদিপশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) রপ্তানীযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানী করতে হবে। (খ) মৎস্যসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। MOU সম্পাদনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে। গ. zoning কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সভায় জানাতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদ এবং মাংসের গুনগতমান নিশ্চিত করে	অতিঃ সচিব (মৎস্য), অতিঃ সচিব(প্রাস-২) যুগ্মসচিব, ব্লু-

	ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনেতিক উন্নয়ন সম্ভব।	বাঙালী সম্প্রদায় মূলত এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো: (গ) চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মার্চ, ২০১৮ মাসে মোট ১০০.০০ মে.টন ফিস স্কেল ও চিংড়ির খোসা এবং ০.৩ মে.টন হাঙগরের পাখনা, ফিশ মস রপ্তানি করা হয়েছে। এ সকল উপজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত আছে। (ঘ) ইকোফিশ বাংলাদেশ প্রকল্পসহ বিভিন্ন কোম্পানীর ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া ফিলেট, ভ্যালু অ্যাডেড ফুড পণ্য যেমন ফি বল, ফিস নাগেট হিলশা স্যুপ নুডুলস তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিএফডিসি জানান বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি শুরু হয়েছে এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান বিদেশের বাজারে মাংস রপ্তানির জন্য রোগমুক্ত ভেটেরিনারি হেলথ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়ে থাকে। সভাপতি মৎস্য ও মাংস এবং এ উদ্যোগ ভ্যালু অ্যাডেড পণ্যের উৎপাদন ও সেফটি ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে রপ্তানিকারক ও রপ্তানি বিশেষজ্ঞসহ সভা করে রপ্তানির ব্যবস্থা জোরদার করার পরামর্শ দেন।	রপ্তানি করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। (ঘ) রপ্তানিকারক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও রপ্তানি বিশেষজ্ঞসহ সভা করে বিদেশে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী সমন্বয়ে গড়ে উঠা মার্কেটে মৎস্য, মাংস ও এদের ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	ইকোনমি, যুগ্মসচিব, (প্রাস-১), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ক্র. নং	মাস/ বছর	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ (মে.টন)	আয় (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)
১.	মার্চ, ২০১৮	হিমায়িত মাছ	২,৭৬২.৪৩২	২৩.৩১
		বরফায়িত মাছ	৫৮৪.৩০২	২.১১
২.	মার্চ, ২০১৮	মোট মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য	৪,৭৯৫.৮৭	২৮.৬০

৩	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে দেশব্যাপী গবাদিপশুর পরিসংখ্যান সংগ্রহের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরসমূহে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর গবাদিপশুর পরিসংখ্যান তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিমের লক্ষ্যমাত্রা ও উৎপাদন: মহাপরিচালক, বিএলআরআই সভাকে জানান যে, মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গাভী, ষাড় ও মহিষের কৌলিকমান উন্নয়ন, কৃত্রিম প্রজননের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভাপতি এ গবেষণা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ছক আকারে প্রদানের পরামর্শ দেন।	(ক)মাঠ পর্যায়ে গবাদিপশু, দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন দিতে হবে এবং এর চাহিদা ও উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে সভা করতে হবে। খ) উন্নত জাতের গবাদি পশু উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে। (গ) গবেষণা কার্যক্রমের ও তাঁর বাস্তবায়ন তথ্য একটি ছক আকারে প্রদান করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, বিএলআরআই

নাম	লক্ষ্যমাত্রা	মার্চ/১৮ মাসের অর্জন	জুলাই/১৭ হতে ক্রমপুঞ্জিত
দুধ (লক্ষ মে. টন)	৯৪.০০	৭.০৪	৬৬.৫২
মাংস (লক্ষ মে. টন)	৭২.০০	৪.১০	৬০.৬৫
ডিম (কোটি)	১৫৫০.০০	১১৬.৫৯	১০৪৯.৩৭

৪	কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বিভিন্ন প্রাণির চামড়াসহ (গবাদিপশু বাদে) কুমিরের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানির বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য গত ১৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অধিদপ্তরের ৬০১ নং স্মারকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরিত হয়েছে। এ খাতে বিদেশী	ক) মানসম্মত চামড়া উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে তথ্য সংগ্রহ করে সভায় পেশ করতে হবে। খ) এ খাতে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

	প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে	বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য শিল্প, বাণিজ্য এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।	জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	
৫	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" দ্বারা পেলাজিক সার্ভে পরিচালনার জন্য প্রস্তুতিমূলক ক্রুজ (১১ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ, ২০১৮) পরিচালনা করা হয়। উক্ত ২টি সার্ভে ক্রুজের মাধ্যমে নির্বাচিত ৮০টি ব্লকের মধ্যে ৬৩টি ব্লকের জরীপ কাজ চালানো হয়। এ মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে ০২(দুই)টি লংলাইনার এবং ০২(দুই)টি পার্সসেইনার প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিখলকৃত লংলাইনার প্রকৃতির ০৭টি এবং পার্স সেইনার প্রকৃতির ০৫টি মোট ১২ টি ফিশিং লাইসেন্সের আবেদনের অনুমোদন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। গভীর সমুদ্রে টুনা ও পেলাজিক মৎস্য আহরণে পাইলট প্রকল্পটি প্রণয়ন কাজ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) -এর সদস্য পদ লাভের জন্য লিখিত পত্রের মাধ্যমে সদস্যপদ প্রাপ্তির বিষয়ে IOTC সচিবালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় মৎস্য জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) সুপারিশকৃত ১২ ফিশিং লাইসেন্স আবেদনের নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। গ) প্রকল্পগুলো প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। ঘ) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) - এ সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য লিখিত পত্রের ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্ম-সচিব (ব্লু ইকোনমি), যুগ্ম-প্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬	জাতীয় মাছ ইলিশকে রক্ষা করতে জাটকা নিধন বন্ধ করার জন্য মৎস্যজীবি জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থান করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাটকা সমৃদ্ধ ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলার ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৭৪টি জাটকা আহরণে বিরত জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ০৪ মাসের জন্য মোট ৩৯ হাজার ৭৮৭.৮৪ মে.টন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭ সনে প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ধরা বন্ধের সময়ে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২৫টি জেলার ১১২টি উপজেলার দরিদ্র ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৬২ টি জেলে পরিবারের জন্য ২০ কেজি হারে ৭ হাজার ৬৮৯.২৪ মে.টন চালের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ ইন বাংলাদেশ (ইকোফিশ-বাংলাদেশ) প্রকল্প এর আওতায় এ পর্যন্ত ৭৮টি সঞ্চয়ী দলকে নিয়ম অনুযায়ী ২৫ হাজার টাকা করে মোট ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ম্যাচিং ফান্ড হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। (খ)"ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের পুর্নগঠিত ডিপিপি বিগত ২৬/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) গৃহিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং করতে হবে। (খ) জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য নতুন প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়টি ফলোআপসহ অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে। গ) গঠিত সঞ্চয়ী দলের কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএফআরআই
৭	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭ প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। খ) বর্তমানে অধিদপ্তরাধীন "ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট ২য় পর্যায়" (এনএটিপি-২) এর আওতায় প্রকল্প এলাকায় ৪,৫৮১ টি. কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) গঠন করা হয়েছে(১,৩৭,৪০০ জন প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট খামারী অন্তর্ভুক্ত)। এছাড়া "সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট-বি) ২য় পর্যায়" প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ১২৮ টি কন্ট্রাক্ট গ্রোয়িং খামার এবং ১৩,০০০ টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী ভেড়ার খামার উন্নয়ন করা হয়েছে।	(ক) বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭ প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) সিআইজি গঠন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভেড়ার খামার উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে। (গ) CBO গঠনের প্রস্তাব অনুমোদনের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিঃ সচিব(প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৮	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, দেশের ৫৩ টি জেলার ২৪৪ টি উপজেলায় মহিষ উৎপাদনের জন্য মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর পুনর্গঠিত ডিপিপি ও জনবল প্রস্তাব গত ০৭/০২/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রকল্পটির পুনঃগঠন কার্যক্রম দ্রুত শেষ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৯	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ছাগলের মাংস মালদ্বীপ, কুয়েত এবং দুবাই-এ রপ্তানী করা হয়। রপ্তানীর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তিসূচক সনদ (NOC) প্রদান করা হয়ে থাকে। তিনি বলে প্রণীত গাইড লাইন অনুযায়ী Black Bengal Goat উৎপাদন করা হচ্ছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মার্চ/২০১৮ পর্যন্ত Black Bengal Goat জাতের ৩৬০ টি পাঁঠা সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরকারী ছাগল উন্নয়ন খামার হতে কৃষক/খামারী/দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং একই সময়ে ৭ টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র থেকে ১,৯৪১ টি ছাগীর প্রাকৃতিক প্রজনন করা হয়েছে। "ব্ল্যাক বেঙ্গল" ছাগলের জাতটিকে "বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল" ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য হিসাব নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (তারিখ-২০.০৩.২০১৮ খ্রিঃ)।	(ক) মধ্য প্রাচ্যের বাজারে Black Bengal Goat এর মাংসের চাহিদা ও রপ্তানি বিষয়ে তথ্য পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে। (খ) গাইডলাইন অনুযায়ী Black Bengal Goat উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত পাঠার ব্যবহার ও সুফল সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) Black Bengal Goat এর Branding এর জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাব ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই
১০	বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) ভেড়া মাংসের উপকারিতা সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি) দ্বিতীয় পর্যায় এর আওতায় ভেড়ার খামার রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং রেডিওতে টিভি স্পট, নাটিকা, ভিডিও ডকুমেন্টারী, জারীগান এবং আরডিসির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। বর্তমানে ভেড়া, ছাগল ও মহিষের ক্ষেত্রে ৫% হার সুদে ঋণ প্রদানের বিষয়ে প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) ভেড়া ও মাংসের উপকারিতা বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার করতে হবে। (খ) সকল ভেড়ার খামার রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) ভেড়া, ছাগল ও মহিষের ক্ষেত্রে ৫% হারে সুদে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস- ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১১	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ''বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা'' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মার্চ, ২০১৮ মাস পর্যন্ত ১ হাজার ২৬০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১৮টি কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী এবং ৩০টি কিশোর কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী, ২৮টি পেনে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী ও ২৮টি খাঁচায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। ০৪টি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে খাঁচায় ও পুকুরে কুচিয়া চাষ প্রদর্শনীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারসমূহে ০৫টি সিস্টানে কুচিয়ার পোনা উৎপাদনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মান কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো: ক্র. নং | মাস | পণ্যের বিবরণ | পরিমাণ (মে.টন) | আয় (মিলিয়ন ইউ এস ডলার) ১. | মার্চ, ২০১৮ | কাঁকড়া | ১০.৬ | ০.০৫৫ কুচিয়া | ৯৭১.২৭ | ২.০৩ বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.৯৬মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ১৯৬.৫২ মে.টন কাঁকড়া এবং ২৫.৩৭ মিলিয়ন ইউ. এস.ডলার মূল্যের ১২,৬৮৫.৯৮ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছিল। সভাপতি শামুক ও ঝিনুক রপ্তানির কার্যক্রম সভায় অবহিত করার পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বনবিভাগ হতে কুচিয়া রপ্তানির তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। গ) শামুক ও ঝিনুক রপ্তানির কার্যক্রম সম্পর্কে পরবর্তী সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই
১২	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ক) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ নীতিমালা অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ১৯৯৬-৯৭ হতে	ক) ক্ষুদ্র ঋণ ও ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ বিতরণ ও আদায় নিতীমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখতে হবে এবং	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক,

<table>
<tr><td></td><td>হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।</td><td>মার্চ/২০১৮ পর্যন্ত ১, ২৮, ৯৮১ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৫,৬৫,০০,০০০/- টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুণঃ বিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ হতে মার্চ/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৬,১৫,০০,০০০/- টাকা, আদায়ের হার ৭৭%।

খ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।
গ) বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন তহবিলের মাধ্যমে জন প্রতি ৪ টি গরুর জন্য সবোর্চ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বন্ধকবিহীন ৫% সরল সুদে দেশব্যাপী ১৩ টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ১ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বমোট ১ শত ৯৯ কোটি ০৯ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। খামারীদের ঋণ প্রদানের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।</td><td>অগ্রগতি মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
খ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(গ) ঋণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
(ঘ) প্রাণিসম্পদের ন্যায় মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে ৫% সরল সুদে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে,
ফরমালিন : মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধে মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মার্চ, ২০১৮ মাসে ৩৫৪টি অভিযান এবং ৮০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।
এ কার্যক্রমের আওতায় চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জুলাই, ২০১৭ হতে মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩৫২৯টি অভিযান, ৬০৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ৩০ কেজি মাছ জব্দ ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন:
মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ আইনের আওতায় মার্চ, ২০১৮ মাসে ২৪৫টি অভিযান, ৫৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।
মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ আইনের আওতায় চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ২,০১০টি অভিযান, ৫৫৭টি মোবাইল কোর্ট, ৬টি মামলা দায়ের এবং ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
(খ) বিষয়টি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।
(গ) মৎস্য ও পশুখাদ্যের নামে ক্ষতিকর দ্রব্য আমদানী বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে মন্ত্রণালয় থেকে ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি ফলোআপ করা হচ্ছে।

মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পশু খাদ্যে ও পশুজাত খাদ্যে ভেজাল রোধে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>কার্যক্রমের নাম</th><th>মার্চ/১৮ মাসের অর্জন</th><th>জুলাই/ ১৭ হতে ক্রমপুঞ্জিত অর্জন</th></tr>
<tr><td>১।</td><td>অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা</td><td>১৮</td><td>২৭৮</td></tr>
<tr><td>২।</td><td>জব্দকৃত খাদ্যের পরিমাণ (কেজি)</td><td>-</td><td>২২,৭০০</td></tr>
<tr><td>৩।</td><td>বিনষ্টকৃত ভেজাল খদ্যের পরিমাণ (কেজি)</td><td>-</td><td>৭৮,২০০</td></tr>
<tr><td>৪।</td><td>মামলা ও গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>৫।</td><td>আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ (টাকা)</td><td>১৮,০০০/-</td><td>৯,২৩,২৪২/-</td></tr>
<tr><td>৬।</td><td>সভা/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান</td><td>১৭২</td><td>২,০০৭</td></tr>
<tr><td>৭।</td><td>স্থানীয়/জাতীয় দৈনিকে প্রচার</td><td>৪</td><td>৭৬</td></tr>
<tr><td>৮।</td><td>রেডিও/টিভিতে প্রচার</td><td>৮</td><td>১৪৩</td></tr>
<tr><td>৯।</td><td>মাইকিং</td><td>৩২</td><td>৩৮৩</td></tr>
<tr><td>১০।</td><td>বিলবোর্ড স্থাপন</td><td>২</td><td>১৫৮</td></tr>
<tr><td>১১।</td><td>লিফলেট বিতরণ</td><td>৫,৬২৫</td><td>৯৮,৯৮৮</td></tr>
<tr><td>১২।</td><td>স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ</td><td>৬,৭১৪</td><td>৭,২৯২</td></tr>
</table>
গ) মৎস্য ও পশু খাদ্যের নামে ক্ষতিকর দ্রব্য আমদানী বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এ ০৬/১২/২০১৭ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</td><td>(ক) মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধে এবং মৎস্য ও পশুখাদ্যে ভেজাল রোধে আইন প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

(খ) প্রতিমাসে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে অভিযান /মোবাইলকোর্ট পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ)মৎস্য ও পশুখাদ্যের নামে ক্ষতিকর দ্রব্য আমদানী বন্ধ করার জন্য এনবিআর বরাবর লিখিত পত্রের ফলোআপ করতে হবে।</td><td>অতিঃ সচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
অতিঃ সচিব(প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই</td></tr>
<tr><td>১৪</td><td>এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ</td><td>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, নির্দেশনামতে পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ফলোআপ কর হচ্ছে।</td><td>বিষয়টি ফলোআপ করত হবে।</td><td>মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়</td></tr>
</table>

	উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।			
১৫	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে PCR (Polymerase Chain Reaction) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক PCR ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। উত্তরাঞ্চলে ও হাওড়াঞ্চলে ল্যাবরেটরি স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিলেটে অধিদপ্তরের নিজস্ব জমিতে Disease Testing Lab স্থাপনের নিমিত্ত "Promoting Quality and Safety Compliance of Fish and Fishery Products in Bangladesh" শীর্ষক নতুন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(ক) প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে। (খ) উত্তরাঞ্চলে ও হাওড়াঞ্চলে ল্যাবরেটরি স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১৬	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নির্দিষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা এবং রংপুর বিনোদন উদ্যান-এর নিজস্ব আয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে ব্যয় করার অনুমতি/সম্মতি প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে গত ০৪/০৫/২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টি অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাব ফলোআপ করবে।	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউ, টবাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা এবং রংপুর বিনোদন উদ্যান এর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যয় করার বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে তাগিদ দিতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,
১৭	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান, নির্দেশনামতে প্রকাশিত ২টি বার্ষিক প্রতিবেদন-কে সমন্বিত করে একটি পুস্তিকায় অনেক আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৮ বছরের সাফল্য সংক্রান্ত পুস্তক তৈরী করে প্রকাশ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থায় বিতরণ করা হয়েছে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
১৮	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত ১৫৩১টি পদের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ৫৫৭টি পদ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ধারিত ১৩ কলাম ছকপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সভায় জানানো হয় প্রেরিত এ প্রস্তাবটির বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে অপারগতা জানানো হয়েছে। পুনরায় প্রস্তাবটি ২২/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৭/০২/২০১৮ তারিখে অর্থবিভাগ হতে এ বিষয়ে অপরাগতা জানানো হয়েছে। মৎস্য প্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য ও মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের পরামর্শমতে রাজস্বখাতে ৪,৫৫৪ (চার হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন)টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃজনের প্রস্তাবের "ছক" যথাযথভাবে পূরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।	ক) এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করতে হবে। খ) পদ সৃজনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ
১৯	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ক) জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ

	ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুষন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প।	অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের অধীনে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। এপ্রিল/২০১৮ ইং হতে প্রশিক্ষণ শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে। খ) প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের ৭২ টি পদ সৃজনের জন্য ০২/০৪/২০১৭ ইং তারিখ, স্মারক নং-৮৮৬ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পদ সৃজিত হওয়ার পর রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।		করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। (খ) পদ সৃজনের কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২০ (ক)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউট হতে ইতোমধ্যে পরিচালিত জরিপে এ পর্যন্ত স্বাদুপানির ৫ ধরণের মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক যথাঃ ১. Lamellidens marginalis ২. Lamellidens corrianus ৩. Lamellidens phenchooganjensis ৪. Lamellidens jenkinsianus এবং ৫. Pilyroconcha exilis সনাক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় Lamellidens marginalis ও Lamellidens corrianus এর সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া, এ পর্যন্ত ৬ ধরণের সামুদ্রিক ঝিনুকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে Placuna placenta থেকে প্রাকৃতিকভাবে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।		নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং প্রাকৃতিকভাবে মুক্তা সংগ্রহের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(খ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, মুক্তার আকার বড় করার জন্য "Refinement of freshwater pearl culture technology" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে ম্যান্টল টিস্যু অপারেশনের মাধ্যমে ইতোপূর্বে গড়ে ৩ মিলিমিটার পর্যন্ত মুক্তা উৎপাদন করা সম্ভব হতো। বর্তমানে নিউক্লিয়াস অপারেশন পদ্ধতিতে দেশীয় ঝিনুকে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের গোলাকৃতির (৪-৫ মিমি) মুক্তা উৎপাদন করা হচ্ছে।		গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(গ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউটে এ বিষয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে এ বিষয়ে তথ্যাদি উপস্থাপন করা যাবে।		চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঘ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউট থেকে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ইতোমধ্যে সফলতা অর্জিত হয়েছে। প্রযুক্তিটি প্রমিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে গবেষণা অব্যাহত আছে।		চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঙ)	ঝিনুকের খোলস চুন তৈরিতে ব্যবহার হয়। তাছাড়া হাঁস-মুরগী ও মাছের খাদ্য হিসেবেও ইদানিং ঝিনুক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় ঝিনুক বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। তাই দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন ও অন্যান্য	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, প্রাকৃতিক উৎসে ঝিনুকের প্রাপ্যতা সহনশীল মাত্রায় বজায় রাখার লক্ষ্যে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রজনন বিষয়ে ডিপিপি'র আওতায় "Natural Propagation of Freshwater Mussel in Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্র,		চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

	বিষয়ে গবেষণা করতে হবে।	ময়মনসিংহে বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন কৌশল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।		
(চ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গোঃ দেশীয় ঝিনুকে মুক্তার বাণিজ্যিক চাষ এখনই আরম্ভ করতে হবে। এ ব্যাপারে একটি প্রকল্প নিতে হবে।	দেশীয় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনের কৌশল ইতোমধ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ইনস্টিটিউটে ৭ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।	চলমান কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ছ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি,সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গোঃ মুক্তার গবেষণা যুগোপযোগী করার জন্য প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা তৈরীতে অগ্রগামী দেশ যেমনঃ চীন, জাপান এবং ফিলিপাইনের সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, মুক্তা উৎপাদনকারী উন্নত প্রজাতির ঝিনুক সরবরাহের জন্য চীনের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। ঝিনুক সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। সামুদ্রিক ঝিনুক মুক্তা উৎপাদন করা হয়ে থাকে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(জ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গোঃ গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রর্দশনী চাষ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, গণভবনের লেক-এ মুক্তা চাষের উপর মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করেছেন বলে জানা যায়। অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক বঙ্গভবনের পুকুরে মুক্তাচাষের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বিগত জুলাই/২০১১ মাসে শুরু করা হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেটির শুভ উদ্বোধন করেন। বঙ্গভবনের পুকুরে প্রায় এক বছরে তিনটি ভিন্ন আকারের এবং চারটি ভিন্ন রং এর মুক্তা উৎপাদিত হয়েছিল।	ক) গণভবনের লেক-এ মুক্তা চাষের অগ্রগতি জানাতে হবে। খ) বঙ্গভবনের পুকুরে মুক্তা উৎপাদিত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঝ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গোঃ উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত 'মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯'' মেয়াদে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণার পাশাপাশি ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদিত মুক্তার আকার বৃদ্ধি ও রং প্রমিতকরণ, মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রাপ্যতা ও স্থায়িত্বকাল নির্ণয়, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।	ক) প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। খ) চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

বিগত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্রঃ নং	আলোচ্যসূচি	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	বাস্তবায়নে
১	দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ দেশের	ক) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ ও উন্নয়ন, ইলিশসম্পদ সুরক্ষা, হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ রক্ষা এবং সর্বোপরি রূপকল্প ২০২১-এ মৎস্য খাতে স্থিরকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় জনপ্রশাসন	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভায় মৎস্য সম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও সার্ভেল্যান্স, ফিল্ড সার্ভিস, ফিশ নিউট্রিশন, ডিজিজ ম্যানেজম্যান্ট, অভ্যন্তরীন উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, চিংড়ি ও উপকূলীয় মৎস্যচাষ এবং ইলিশ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট পদসমূহ অত্যাবশ্যক বিবেচনায় দ্রুত উল্লেখিত ১,৫৩১টি পদ সৃজনে সম্মতির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত ১,৫৩১টি পদের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয়	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

	মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত অবশিষ্ট ১৫৩১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তবে মেরিন সংশ্লিষ্ট পদসমূহের সৃজনের প্রয়োজনীয়তা ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ পৃথকভাবে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। খ) পুকুরের উৎপাদনশীলতা কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত হালনাগাদ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের সম্মতি প্রদানে প্রস্তাব পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করতে হবে। গ) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৬টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেক পোস্টের জন্য ৪২৪টি পদ জরুরী ভিত্তিতে সৃজনের নিমিত্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	৫৫৭টি পদ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ধারিত ১৩ কলাম ছকপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭/০২/২০১৮ তারিখে অর্থবিভাগ হতে এ বিষয়ে অপরাগতা জানানো হয়েছে। খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা মোতাবেক মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় রাজস্ব খাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ''ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প'' এর ৬০০ (ছয়শত)টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের জন্য প্রস্তাব একাধিকবার অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ৬০০ (ছয়শত) টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় পুনঃ অপারগতা প্রকাশ করে। গ) মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কাজের ব্যাপকতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ও মৎস্য প্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের পরামর্শ অনুসরণপূর্বক এ মন্ত্রণালয় হতে গত ২২/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে রাজস্বখাতে ৪,৫৫৪ (চার হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন)টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃজনের প্রস্তাবের "ছক" যথাযথভাবে পূরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘ) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৬টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেক পোস্টের জন্য রাজস্ব খাতে ৪২৪টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি অনিষ্পন্ন রয়েছে।	
২	পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ এবং চিংড়ি চাষিকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	ক) চিংড়ির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রান্তিক চিংড়ি চাষিকে এক অংক বিশিষ্ট সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খ) চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম টেকসইভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান অবকাঠামো, বিশেষতঃ পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ চিংড়ি ঘেরে পরিকল্পিত পানি প্রবেশ ও নির্গমন উপযোগী করে সংস্কার/পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) চিংড়ির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রান্তিক চিংড়ি চাষিকে এক অংক বিশিষ্ট সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১০৮.১০.০০১.১৪-২০২ তারিখ: ১২/০৮/২০১৫ এর মাধ্যমে এবং পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১১৩.১০. ০০১.৯৮-৪১ তারিখ: ০৩/০৫/২০১৬ এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পত্র নং-৩৩.০২. ০০০০.১২৮.৩৪.০০১.১৫-১১১ তারিখ: ২৪/০৫/২০১৬ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করে। খ) চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম টেকসইভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান অবকাঠামো, বিশেষতঃ পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ চিংড়ি ঘেরে পরিকল্পিত পানি প্রবেশ ও নির্গমন উপযোগী করে সংস্কার/পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১০৮.১০.০০১.১৪-২০৩ তারিখ: ১২/০৮/২০১৫ এবং পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১১৩.১০.০০১.৯৮-৪০ তারিখ: ০৩/০৫/২০১৬ এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পত্র নং-৩৩.০২. ০০০০.১২৮.৩৪.০০১.১৫-১১২ তারিখ: ২৪/০৫/২০১৬ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য	ক) দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ মৎস্য প্রাপ্তি ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার বিভিন্ন দপ্তর ও ৬৪টি জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে রাজস্ব খাতে ১৩৬টি পদ সৃজনের যৌক্তিকতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-

	মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, NRCP -এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান।	সংক্রমণ/দূষণ মনিটরিংয়ের জন্য স্থল বন্দর সমূহে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং মৎস্য অধিদপ্তরের অধিনস্ত বিদ্যমান তিনটি মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত রাজস্ব খাতে নতুন ১৩৬টি পদ সৃজনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খ) মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে 'বিশেষায়িত, ঝুঁকিপূর্ণ ও সার্বক্ষণিক' দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের জন্য নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	এবং বার্ষিক ব্যয়ের বিবরণী প্রস্তুত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ০৯/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৮.০০২.১৫-১১৯ সংখ্যক পত্র মোতাবেক মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার বিভিন্ন দপ্তর ও ৬৪টি জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে রাজস্ব খাতে ১৩৬টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। খ) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা) কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মূল বেতনের সমপরিমান ঝুঁকিভাতা/প্রণোদনা অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৪.০০২.১৫-৮৪৬ তারিখ: ১২/০৮/২০১৫ এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	টেকসইভিত্তিতে জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত "ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন"।	৪(গ) জাতীয় মাছ ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র ও অভয়াশ্রম রক্ষা এবং ইলিশ অভিপ্রয়ান পথ ও আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আন্দারমানিক চ্যানেল, ঢালচর চ্যানেল, চরবিশ্বাস চ্যানেল, শাহবাজপুর চ্যানেল, তেতুলিয়া নদী এবং চাঁদপুরের মেঘনা নদী অংশে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের নিমিত্ত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং: ৩৩.০২.০০০০.৯২৭.১৩.০০৬.১০-১২৮ তারিখ: ১৫/১১/২০১৭ এর মাধ্যমে জাতীয় মাছ ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র ও অভয়াশ্রম রক্ষা এবং ইলিশ অভিপ্রয়াণ পথ ও আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আন্দারমানিক চ্যানেল, শাহবাজপুর চ্যানেল, তেতুলিয়া নদী এবং চাঁদপুরের মেঘনা নদী অংশে ক্যাপিটাল ড্রেজিং -এর সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটির (ইলিশ সংক্রান্ত) মতামত ও সুপারিশের ওপর মৎস্য অধিদপ্তরের মতামত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	ক) প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং: ৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৪.০০৬.১৫-৫৪ তারিখ: ৩০/০৬/২০১৫ এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য সকল উপকূলীয় জেলা প্রশাসক এবং সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট আইন উল্লেখ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি বাস্তবায়িত হচ্ছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৫.	রুইজাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, অর্থের সংকুলান	ক) মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা (Genetic purity) অক্ষুন্ন রাখতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বাংলাদেশের রুই জাতীয় মাছের একমাত্র প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণের নিমিত্ত হালদা নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা অক্ষুন্ন রাখতে এবং হালদা নদী কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হালদা নদীর সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে হালদা নদীর ভূজপুর এলাকায় স্থাপিত রাবার ড্যাম, ধুরং খালের উপর রাবার ড্যামসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা ও অন্যান্য ব্যবহারকারীর প্রভাব নির্ণয়ের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৫ মাস ব্যাপী একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষার কাজ পরিচালনার জন্য পানি বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত এর তত্বাবধানে বুয়েটের পানি সম্পদ কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. উম্মে কুলসুম নাভেরার নেতৃত্বে পানি প্রকৌশলী, হাইড্রোলজিষ্ট, ইকোলজিষ্ট, কৃষি বিশেষজ্ঞ, মৎস্য	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

	ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।	মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, ওয়াসা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।	বিশেষজ্ঞ, সেচ বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ এর সমন্বয়ে একটি সমীক্ষা দল গঠিত হয়। সমীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়ার পর সমন্বিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার খসড়া করা হয়েছে এবং খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
৬.	মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে আমিষের উৎস বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ।	মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে, বিশেষতঃ মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আমিষের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে সয়াবিন ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং: ৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৪.০০৬.১৫-৬১ তারিখ: ০৮/০৭/২০১৫ এর মাধ্যমে মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে সয়াবিন ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করার নিমিত্ত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বিগত ০৮/১১/২০১৭ তারিখে পত্র নং: ৩৩.০২.০০০০.১২০.০৩.০৪১.১৬-৪০৩ এর মাধ্যমে মৎস্যখাদ্য হিসেবে বা মৎস্যখাদ্যের উপকরণ হিসেবে দেশে সয়াবিন ও ভুট্টার চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে পুনরায় অনুরোধ করার নিমিত্ত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান।	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সদয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ০২.১১.২০১৫ তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরের ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত অংশগ্রহণে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত ক্যানেলে মাছ চাষের জন্য ৩৬.০২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ১৭ মে.টন রুই জাতীয় পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ রইছুল আলম মন্ডল)
ভারপ্রাপ্ত সচিব